অন্য সময় prime
এই সময় শিলিগুড়ি মঙ্গলবার ৪ অগস্ট ২০২৬



আদালতের দ্বারস্থ শ্রুতি হাসন

পরিচয় ও অনুমতি ছাড়া ছবি ব্যবহার করে ভুয়ো বিজ্ঞাপন ও আপত্তিকর কনটেন্ট তৈরির অভিযোগে বম্বে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন শ্রুতি হাসন। ক্ষতিপূরণের দাবিও জানান অভিনেত্রী

প্রয়াত মীরা নায়ারের মা

প্রয়াত চলচ্চিত্র পরিচালক মীরা নায়ারের মা তথা সমাজকর্মী প্রবীণ নায়ার। বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। নিউ ইয়র্কের মেয়র জ়োহরান মামদানির র‍্যাপ 'নানি'-র অনুপ্রেরণা ছিলেন তিনি

মুক্তির আগেই বিপাকে 'রামায়ণ'

রণবীর কাপুরের 'রামায়ণ' মুক্তির আগে প্রদর্শনীর দাবি জানিয়েছে দিল্লির এক সংস্থা। তাদের অভিযোগ, সিনেমার কয়েকটি দৃশ্য ও চরিত্রের উপস্থাপনা ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করতে পারে



ADVERTORIAL, ENTERTAINMENT INDUSTRY PROMOTIONAL FEATURE



অভিনেত্রী পায়েল রোহতগি এ বার নিজের শিল্পীসত্তার নতুন দিক খুঁজে পেতে গান শেখায় মন দিয়েছেন। দীর্ঘ দুই দশকের অভিনয় জীবনের পর তিনি বুঝতে পেরেছেন, একজন শিল্পীর কাছে শুধু অভিনয় নয়, কণ্ঠস্বরের সঠিক ব্যবহারও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কথা বললেন দেবলীনা ঘোষ

গানেই নতুন পথচলা

আর সেই ভাবনা থেকেই পায়েল রোহতগি এখন নিয়মিত সঙ্গীতের তালিম নিচ্ছেন গায়ক কৈলাশ খের-এর কাছে। হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত নিলেন কেন? পায়েলের কথায়, 'আমি মুম্বই লোকাল অ্যাকাডেমিতে গান শেখা শুরু করেছি। কারণ, আমি সঙ্গীতকে আরও ভালো করে বুঝতে চাই। আমার মনে হয়, জীবনে সুর আর তালের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই গান শেখার সিদ্ধান্ত নিই।'

তিনি জানান, এতদিন অভিনয়ের সময়ে চরিত্রের আবেগ, মানসিক অবস্থান এবং গল্পের উপরই বেশি জোর দিয়েছেন। কিন্তু কণ্ঠস্বর বা ভয়েস মডিউলেশন নিয়ে আলাদা করে



কখনও কাজ করেননি।

'আমি গত ২০ বছর ধরে অভিনয় করছি। কিন্তু কণ্ঠস্বর নিয়ে আলাদা করে কাজ করিনি। তাই এখন গান শিখছি। পাশাপাশি ইউটিউব থেকেও অনেক কিছু শেখার চেষ্টা করছি,' বলেন তিনি।

গান শেখার অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে একেবারেই নতুন। পায়েলের মতে, প্রত্যেক মানুষের কণ্ঠস্বর আলাদা এবং প্রতিটি কণ্ঠই সঠিক চর্চার মাধ্যমে সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। 'অনেকেই নিজের গলার স্বর নিয়ে চিন্তায় থাকেন। কারণ, সমাজ অনেক সময়ে বলে দেয় তাঁদের গলা ভালো নয়। কিন্তু শুভম উৎকল, কৈলাশ খের, সোনু নিগম, মাইকেল জ্যাকসন বা টেলর সুইফ্ট—প্রত্যেকের কণ্ঠ আলাদা। এঁরা সবাই নিজের স্বকীয়তার জন্যই সফল,' বক্তব্য পায়েলের। অভিনেত্রীর কথায়, গান শেখা শুধু গান গাওয়ার জন্য নয়, অভিনয়ের জন্যও সমান জরুরি। তিনি বলেন, 'গান শেখার ফলে নিজের কণ্ঠস্বর, তার টোন এবং বলার ধরন আরও ভালো ভাবে বোঝা যায়। অনেকেই বলেন, আমি যখন নিজের মত জোর দিয়ে বলি, তখন আমাকে 'রুড' মনে হয়। অথচ আমি শুধু নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে বলতে চাই। গান একই কথা আরও সুন্দর ও নিয়ন্ত্রিত ভাবে বলতে শেখায়। একজন শিল্পীর বিশেষত্বই হলো নিজের আবেগ ও কণ্ঠস্বরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা।'

ভবিষ্যতে কি পেশাদার গায়িকা হিসেবেও দেখা যাবে তাঁকে? সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না পায়েল। পায়েলের জবাব, 'পেশাদার গায়িকা হিসেবে কাজ করতে আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে তার জন্য ভালো সুরকার এবং ভালো মিউজ়িক লেবেলের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেতে হবে। এখনও আমি বিভিন্ন রাগ শিখছি। গানে সুর দেওয়ার মতো জায়গায় পৌঁছতে সময় লাগবে। তবে প্লে-ব্যাক গাইতে এবং গানের অন্যান্য প্রজেক্টে অংশ নিতে আমি আগ্রহী।' অভিনয় জীবনের প্রসঙ্গে ফিরে পায়েল বলেন, 'ইরফান খানের বিপরীতে অভিনয় করাটাই আমার কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। সেই সময়ে ইরফান হলিউডে কাজ শুরু করার পথে এগোচ্ছিলেন। ওঁর সঙ্গে 'দিল কাবাড্ডি' ছবিতে অভিনয় করার অভিজ্ঞতা আজও আমার কাছে বিশেষ।'

এখনও আমি বিভিন্ন রাগ শিখছি। গানে সুর দেওয়ার মতো জায়গায় পৌঁছতে সময় লাগবে। তবে প্লে-ব্যাক গাইতে আমি আগ্রহী
পায়েল রোহতগি

দীর্ঘ ১১ বছর পরে ফের একসঙ্গে কাজ করতে চলেছেন নীরজ পাণ্ডে এবং অক্ষয় কুমার। প্রখ্যাত পরিচালক এই মুহূর্তে রাহুলদেব বর্মনের বায়োপিকের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। যে ছবিতে নামভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে ফারহান আখতারকে। জানা যাচ্ছে, সেই ফিল্মে এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে বলিউডের খিলাড়ি কুমারকে।

'স্পেশাল ২৬' (২০১৩), 'বেবি' (২০১৫)-র মতো হিট ছবি সিনেমাপ্রেমীদের উপহার দিয়েছেন নীরজ-অক্ষয়ের জুটি। তাই প্রায় এক দশকের বেশি সময় পরে কোনও প্রজেক্টে তাঁদের একসঙ্গে হওয়া বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বলিউডের এক সূত্রের খবর, আরডি বর্মনের বায়োপিকে বিশেষ একটি চরিত্রে অভিনয় করার জন্য অক্ষয়ের কাছে নীরজ নিজে প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন। পরিচালকের সেই অফারে কার্যত সঙ্গে সঙ্গেই 'হ্যাঁ' বলেছেন অক্ষয়। তবে তাঁকে কোন চরিত্রে দেখা যাবে, রোলটি ক্যামিয়ো নাকি পর্দায় একটু বেশি সময় জুড়ে, সে সব নিয়ে কোনও তথ্য এখনও পর্যন্ত সামনে আসেনি। ফিল্মের নির্মাতারা পুরো বিষয়টা নিয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখতে চাইছেন। তবে এটুকু জানা গিয়েছে, ফারহান আখতারের চরিত্রটির সঙ্গে অত্যন্ত গভীর ভাবে জড়িয়ে থাকতে চলেছে অক্ষয় অভিনীত ক্যারেক্টারটি।

বলিউডের এক সূত্র জানাচ্ছে, অক্ষয় ও নীরজের একে-অন্যের জন্য প্রবল সম্মান রয়েছে। তাই নীরজ নিজে থেকে যখন চরিত্রটির জন্য অফার নিয়ে হাজির হয়েছিলেন, তার পরে আর তাঁকে বেশি কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। প্রথমবার ন্যারেশনের পরেই কাজ করতে রাজি হয়ে যান অক্ষয়। চরিত্রটি একটি স্পেশাল অ্যাপিয়ারেন্স হতে পারে।



চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে আরডি বর্মনের বায়োপিকের শুটিং শুরু হওয়ার কথা। যে ছবিতে



নীরজের সঙ্গে জুটি অক্ষয়ের

প্রায় এক দশক পরে ফের একবার পরিচালক নীরজ পাণ্ডের সঙ্গে কাজ করতে চলেছেন অক্ষয় কুমার। আরডি বর্মনের বায়োপিকে। যেখানে নামভূমিকায় রয়েছেন ফারহান আখতার। বিস্তারিত জানাচ্ছে 'অন্য সময় প্রাইম'

আইকনিক চরিত্রটি অভিনয়ের গুরুদায়িত্ব সামলাতে চলেছেন ফারহান আখতার। জানা যাচ্ছে, সে জন্য কঠোর প্রস্তুতিও শুরু করেছেন অভিনেতা। এর আগে 'ভাগ মিলখা ভাগ' (২০১৩) ছবিতে ভারতের প্রখ্যাত দৌড়বিদ মিলখা সিংয়ের ভূমিকায় কাজ করেছেন তিনি।

ইনশর্ট

সলমনের জেল অভিজ্ঞতা

দীর্ঘদিন পর নিজের জেল-জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খুললেন বলিউড অভিনেতা সলমন খান। একটি রিয়্যালিটি শো-এ এসে তিনি বলেন, জেলে খুব ছোট একটি ঘরে ৬০-৭০ জন বন্দি থাকতেন এবং সবার জন্য ছিল মাত্র একটি বাথরুম। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে টিকটিকি, নোংরা জল— সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত কঠিন। আগে অভিনেতা এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'ক্লান্ত বলে বসে থাকলে চলবে না। কাজ করে যেতে হবে। জেলে থাকাকালীন কিছু করার ছিল না, তাই শুধু ঘুমিয়েছি।' তিনি জানান, সাধারণত দিনে মাত্র দেড়-দু'ঘণ্টা ঘুমান এবং শুটিংয়ের ফাঁকে সুযোগ পেলেই বিশ্রাম নেন। উল্লেখ্য, ১৯৯৮-এ কৃষ্ণসার হরিণ শিকার মামলায় ২০০৬ ও ২০১৮ সালে কয়েক দিন জেলে থাকতে হয়েছিল সলমন খানকে। এ ছাড়া তিনি সম্প্রতি ১৬ কেজি ওজন ঝরিয়েছেন, সেটাও জানিয়েছেন অভিনেতা। মাঝে সলমনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত ছিলেন অনেকে।

ট্রোলিংয়ের শিকার কিয়ারা

যশ ও কিয়ারা আদবানি অভিনীত 'টক্সিক' ছবির 'তবাহি' গান মুক্তির পর অন্তরঙ্গ দৃশ্য নিয়ে তীব্র ট্রোলিংয়ের শিকার হয়েছেন কিয়ারা। নেটমহলের একাংশের কটাক্ষ, কয়েক বছর আগে বিয়ে ও সদ্য মা হওয়ার পরে তাঁর এমন দৃশ্যে অভিনয় করা উচিত হয়নি নায়িকার। যদিও একই গানে থাকা যশকে নিয়ে তেমন সমালোচনা হয়নি। তিনিও বিবাহিত ও সন্তানের অভিভাবকও। এই দ্বিচারিতার কড়া সমালোচনা করেছেন সহ-অভিনেত্রী হুমা কুরেশি। তাঁর কথায়, 'এটা অসুস্থ মানসিকতার পরিচয়। খুবই নোংরা। এসবের জবাব তর্কে নয়, ছবিই দেবে। পৃথিবী সুন্দর, কিন্তু ইন্টারনেট সব সময় তেমন নয়।'



বিশেষ কারণবশত আজ 'অবসর সময়' (শব্দ-লব্ধ) বিভাগটি প্রকাশিত হলো না। এই জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

বন্যাদুর্গত অসমের মানুষের পাশে দাঁড়ালেন অভিনেতা রণদীপ হুডা

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর নজির আগেও গড়েছেন অভিনেতা রণদীপ হুডা। এ বার বন্যাকবলিত অসমে পৌঁছে সরাসরি ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে অংশ নিলেন তিনি। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গ্লোবাল শিখস-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে শিবসাগরে দু'দিন কাটান অভিনেতা। সেখানে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ও গৃহহীন হয়ে পড়া অসংখ্য পরিবারের হাতে প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন তাঁরা। গত এক সপ্তাহ ধরে অসমের বিভিন্ন বন্যাপ্রবণ এলাকায় ত্রাণকার্য চালিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। খাদ্য, পানীয় জল, অস্থায়ী আশ্রয় এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে তারা। সেই উদ্যোগেই যোগ দেন রণদীপ।

শিবসাগর রেলস্টেশনে আশ্রয় নেওয়া বহু দুর্গত পরিবারের হাতে তিনি ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকেরা রেশন কিট, রান্না করা খাবার, গদি, ত্রিপল, বিছানাপত্র, টয়লেট্রিজ এবং অন্যান্য জরুরি সামগ্রী তুলে দেন। বন্যার জেরে আশেপাশের একাধিক গ্রাম জলমগ্ন হয়ে পড়ায় হাজার-হাজার মানুষ ঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে সেখানে এসে উঠেছেন। তবে এই প্রথম নয়। গত বছর পাঞ্জাবে ভয়াবহ বন্যার সময়েও তিনি ত্রাণসামগ্রী বিতরণের ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিলেন। এর আগে ২০১৮-এর কেরালায় বন্যার সময়েও দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন অভিনেতা। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী নওশেরা অঞ্চলের উদ্বাস্তু শিবিরেও গিয়ে সংঘাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, অভিনয়ের পাশাপাশি বেশ কয়েক বছর ধরেই নানা মানবিক উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে থাকেন অভিনেতা ।

দুর্গত মানুষের সঙ্গে সময় কাটানোর পরে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে রণদীপ বলেন, 'যখন এমন মানুষদের সামনে দাঁড়াই, যাঁরা এক রাতের মধ্যে নিজের বাড়ি, সমস্ত সম্পদ, এমনকী নিরাপত্তাবোধও হারিয়ে ফেলেছেন, তখন বুঝতে পারি জীবন কতটা অনিশ্চিত। এই মানুষগুলো সহানুভূতি নয়, সম্মান, সহযোগিতা এবং নতুন করে বাঁচার আশা খুঁজছেন। গত দু'দিন গ্লোবাল শিখসের সঙ্গে শিবসাগরে কাটিয়ে আমি সত্যিই আপ্লুত। বহু বছর ধরে এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছি। প্রতিবারই স্বেচ্ছাসেবকদের নিঃস্বার্থ সেবার মনোভাব আমাকে অনুপ্রাণিত করে। তাঁরা কখনও কারও ধর্ম, জাতি, ভাষা বা পরিচয় দেখেন না। শুধু মানুষের প্রয়োজনটাই দেখেন। আমার কাছে এটাই প্রকৃত মানবতা।'





অসমে বন্যার ভয়াবহ পরিস্থিতির কথাও তুলে ধরেন অভিনেতা। তাঁর কথায়, 'এখানকার ধ্বংসযজ্ঞ হৃদয়বিদারক। ছোট শিশু থেকে প্রবীণ— পুরো পরিবারকে এক মুহূর্তে সবকিছু ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কখনও কাউকে আলাদা করে দেখে না। এই মুহূর্তে তাঁদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন খাবার, বিশুদ্ধ পানীয় জল, নিরাপদ আশ্রয়, ওষুধ, বিছানাপত্র এবং এই বিশ্বাস যে, তাঁরা একা নন। আমি সকলের কাছে আবেদন জানাই, মানবিকতাকে সবার আগে রাখুন। যাঁর যতটা সামর্থ্য, সে অনুযায়ী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন— অনুদান, স্বেচ্ছাসেবা কিংবা বিশ্বাসযোগ্য সংস্থার পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে।' রণদীপের মতোই একই ভাবে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করতে দেখা গিয়েছে অনন্যা বিড়লাকেও। এর আগে অসমের বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে এক কোটি টাকা অর্থসাহায্য করেছেন কার্তিক আরিয়ান।

শুধু পড়া নয়, শুনুন 'এই সময়'।
খবরটি শুনতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

সারা কী জনগণনা 2027 CENSUS OF INDIA

গৃহ মন্ত্রালয় ভারত সরকার

আমাদের জনগণনা আমাদের উন্নয়ন

(জনগণনা ২০২৭-এর প্রথম পর্যায়)
স্ব-গণনা (SE) সম্পর্কিত সাধারণ প্রশ্নাবলী এবং তাদের উত্তর (পর্ব-১)

স্ব-গণনা বলতে কী বোঝায়?
স্ব-গণনা একটি অনলাইন প্রক্রিয়া, যেখানে আপনি কোনো গণনাকারীর জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই SE পোর্টালে (se.census.gov.in) আপনার পরিবারের বিবরণ পূরণ করে জমা দিন



- স্ব-গণনা কি বাধ্যতামূলক?
  না, এটি একটি অতিরিক্ত সুবিধা। আপনি এটি না করলে, একজন গণনাকারী মাঠ পরিদর্শনের সময় তথ্য সংগ্রহ করবেন
- আমি কি যেকোনো ভাষায় স্ব-গণনা করতে পারি?
  এই সুবিধাটি হিন্দি, ইংরেজি এবং ১৪টি ভারতীয় ভাষায় উপলব্ধ
- স্ব-গণনার জন্য কি ইন্টারনেট প্রয়োজন?
  হ্যাঁ, পোর্টালে প্রবেশ করতে ইন্টারনেট প্রয়োজন
- আমার তথ্য নিরাপদ?
  হ্যাঁ, সমস্ত ডেটা সুরক্ষিত, এনক্রিপ্ট করা এবং সরকারি সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে
- SE ID কী এবং এর ব্যবহার কী?
  তথ্য জমা দেওয়ার পর, আপনি একটি অনন্য ১১-সংখ্যার SE ID পাবেন (এসএমএস/ইমেলের মাধ্যমেও), যা আপনার বাড়িতে পরিদর্শনের সময় গণনাকারীকে অবশ্যই দেখাতে হবে
- SE ID ভুলে গেলে কী হবে?
  পোর্টালে নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে এটি পুনরুদ্ধার করা যাবে
- স্ব-গণনার পর কি কোনো গণনাকারী পরিদর্শনে আসবেন?
  হ্যাঁ, গণনাকারী আপনার বাড়িতে এসে SE ID ব্যবহার করে আপনার বিবরণ যাচাই করবেন
- আমাকে কি কোনো নথি আপলোড করতে হবে?
  কোনো নথি আপলোড করার প্রয়োজন নেই
- পোর্টালে কি সাহায্য পাওয়া যায়?
  পোর্টালটিতে ব্যবহারকারী নির্দেশিকা, ফ্লোচার্ট, টিউটোরিয়াল ভিডিও, প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী এবং টুলটিপ রয়েছে

CBC 19108/13/0161/2627

টোল ফ্রি-১৮৫৫

আসুন আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করি, আসুন আমরা জনগণনায় অংশগ্রহণ করি
CensusIndia2027